আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউপি নির্বাচনে বাড়ছে সহিংসতা

আলমডাঙ্গায় ৩য় ধাপের বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতা বাড়ছে। কয়েক দিনের দফায় দফায় নির্বাচন কেন্দ্রীক সহিংসতায় দুই সতন্ত্র প্রার্থীর ৫ জন আহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের ৪ কর্মীকে পিটিয়ে গুরুত্বর জখম করেছে। এঘটনায় এলাকাবাসী ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ১ জনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করে। এ নির্বাচনি সহিংসতায় সজিব নামের এক যুবক আটক করে পুলিশ। নির্বাচনি সহিংসতার কারণে সেন্টু রহমান বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ১১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৭/৮ জনের নামের মামলা দায়ের করেছে। এলাকাসূত্রে জানাযায়, আসন্ন আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামি ২৮ শে নভেম্বর। এ নির্বাচনে বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে বেপরোয়া হয়ে উঠছে সহিংসতার। গত কয়েক দিনের দফায় দফায় হট্টগোলকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।
এরই সূত্র ধরে গত ১৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে সতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিরুল ইসলাম মন্টু ও মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের দুই প্রার্থী সমর্থকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। এতে সৃষ্টি হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের। এতে চেয়ারম্যান প্রার্থী মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের ৪ জন কর্মী গুরুত্বর আহত হয়।
আহত ব্যাক্তিরা হলো- বোমা কালাম ওরফে কালাম, কালামের ভাই সেন্টু, বকুলের ছেলে প্লাবন, রবিউলের ছেলে আশরাফুল, সাইফুল্লাহ। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ছুটে যায় কালামের মা, কাশেম, কালামের মেয়ে পূর্ণিমাও আহত হন। গুরুত্বর আহতদের উদ্ধার করে হারদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। আশরাফুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিরুল ইসলাম মন্টু জানান, বোমা কালাম তার প্রতিবেশিদের সাথে জমি কেন্দ্রীক ঝামেলা। যা সৃষ্টি হয়েছে সংঘর্ষের। এ ঘটনাটি মোটেও নির্বাচন কেন্দ্রীক নয়। বরং তাদের প্রতিবেশিদের ঝামেলাকে ইস্যু করে রাজনৈতিক নির্বাচনের মাঠে অস্থিরতা বিরাজের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ ঘটনাকে নির্বাচনি ইস্যু তৈরির কোন সুযোগ নেই।

এদিকে সতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদুল হাসান চঞ্চল দাবি করে বলেন, পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে সতন্ত্র প্রার্থী আমিরুল ইসলাম মন্টুর নেতৃত্বে তার কর্মীদের উপর হামলা করানো হয়েছে। নির্বাচনের মাঠে অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষে বিভিন্ন সময় আমার কর্মীদের উপর হামলা- হুমকির সম্মূখিন হতে হয়। বোমা কালামকে পুঁজি করে বিভিন্ন দোষের সম্মূখিন করে। ইতো পূর্বে ৩ বার তাকে ব্যবহার করে বোমা কালাম তৈরি করে আজ সমাজে নিজেকে সভ্য হিসাবে পরিচিতি করতে চায়। সূত্র জানাযায়, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের চিহ্নিত সন্ত্রাসী বোমা কালাম। তিনি চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী। খাস জমি দখল করে অফিস তৈরি করেছে। যা ওই এলাকায় বসবাসরত বাসিন্দাদের দুর্ভোগের অন্যতম কারণ।
অফিসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি টাঙিয়ে চলে নেশার আড্ডা। বিভিন্ন সময় নেশার দ্রব্যসহ পুলিশের নিকট আটক হয় বোমা কালাম। অন্যত্র অঞ্চল থেকে অপরিচিত মানুষ এসে অফিসে উচ্চস্বরে গানের সাথে নেশার আড্ডা জমায়। এরই কারণে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত। প্রতিবেশি জাফরের মা ক্যান্সারের রোগী। পাশে আরেক যুবক ঢাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন।
এখন বাড়িতে চিকিৎসাধীন। কালামের অফিসে উচ্চস্বরে গান বাজানোয় তারও প্রচন্ড মাথায় যন্ত্রণা হয়। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাফরদের সাথে কালামের গোলযোগ হলে প্রতিবেশীরা সকলে মিলে জাফরের পাশে দাঁড়িয়ে যায়।
এতে দুই পক্ষে রুপ নেয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। এতে বোমা কালামের ভাই সহ ৫ জন গুরুত্বর আহত হয়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে। সহিংসতার ঘটনায় সজিব নামের ১ যুবকে আটক করে পুলিশ। এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় সেন্টু রহমান বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত পথে ভারতে গেল বাংলাদেশের

সেনাবাহিনীর সাইক্লিং দল

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতীয় ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ৩৯ সদস্যের যৌথ সাইক্লিং অভিযানের একটি দল ভারতে প্রবেশ করেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ইমিগ্রেশন শেষে অনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে প্রবেশ করে। এ সময় সীমান্তের শূণ্য রেখায় তাদের ফুল ও উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগতম জানান ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার জেনারেল সতেজ ত্রিবেদি ও ডেপুটি কমানডেন্ট পিত্তি সিং।

চতুর্থ ইন্দো-বাংলা জয়েন্ট সাইক্লিং প্রতিনিধি দলটির ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কলকাতা (দমদম) সেনানিবাসের বিগ্রেডিয়ার জেনারেল সতেজ ত্রিবেদি এবং বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন যশোর সেনা নিবাসের কর্নেল মোঃ মুহতাসিম হায়দার চৌধুরী। এ সাইক্লিং দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভারতের কর্নেল মোহিত সিং ও বাংলাদেশের মেজর মাহমুদ আফজাল।

উল্লেখ্য, গত ১৫ নভেম্বর সাইক্লিং দলটি বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে আসে। এরপর যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলা ভ্রমণ করে দলটি। এরপর গতকাল শুক্রবার দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে ঢুকে ভারতের কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, কল্যাণী হয়ে কলকাতায় যাবে দলটি। সেখানে ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ফ্লাগ ইন এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে ২৩/২৪ নভেম্বর বেনাপোল চেকটোস্ট দিয়ে দেশে ফিরে আসবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দলটি। প্রতিবছর দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যৌথ সাইক্লিং এক্সপেডিশন অনুষ্ঠিত হয়। করোনা সংক্রমণের কারণে গত বছর তা বন্ধ ছিল। এ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও সুবর্ণজয়ন্তী নতুনমাত্রা যুক্ত করেছে।

সেখানে উপস্থিত দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাসলিমা আক্তার জানান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে যৌথ সাইক্লিং অভিযানের একটি টিম ভারতে প্রবেশ করেছে। এতে দুই দেশের সু-সম্র্পক আরও দৃঢ় হবে।

দর্শনা পৌরসভায় আবারো যোগদান আলোচিত হিসাবরক্ষক পলাশের

দর্শনা পৌরসভার আলোচিত হিসাবরক্ষক সৈয়দ রুমি ওরফে পলাশ চেক জালিয়াতির অর্থ ফেরত দিয়ে আবারও যোগদান করেছেন।
চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত দিয়ে গত বুধবার পদ অবনমনের পর ক্যাশিয়ার পদে যোগদান করেছেন। ইতপূর্বে বছরের পর বছর পৌরসভার ট্যাক্স অর্থ আত্মসাৎ ব্যাংক চেকে মেয়র ও প্রকৌশলীর স্বাক্ষর জাল করে টাকা উত্তোলন, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না দিয়ে ব্যাক্তিগত ব্যাবসায় খাটানো সহ তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠায় গত বছরের ৩০ আগষ্ট তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ তদন্তের জন্য পৌরসভার উদ্ধতন কর্মকর্তাদের স্বমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কঠোর গোপনীয়তার মাধ্যমে ওই তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও তাদের কি ধরনের অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে তা বাইরে প্রকাশ করা হয়নি। আবার তদন্ত কমিটির সদস্যরাও মুখ খুলতে চায়নি। তবে তদন্তে প্রমানিত মেয়র ও প্রকৌশলীর সাক্ষর জাল করে আত্মসাৎকৃত ১৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা ইতমধ্যই সাবেক এই হিসাব রক্ষক পৌরসভার ফান্ডে ফেরত প্রদান করেছেন বলে একই সুত্র জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানাগেছে, দর্শনা পৌরসভার ক্যাশিয়ার পদে সৈয়দ রুমি আলম ওরফে পলাশ পৌর চেয়ারম্যান আক্তারুল ইসলামের সময় নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পৌরসভার একাউন্টেন মারা গেলে হিসাবরক্ষক পদে আসিন হন তিনি। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি তাকে।
অভিযোগ রয়েছে মেয়রগনের সরলতার সুযোগ নিয়ে পৌরসভার কর্মচারীদের দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেতন বাকী থাকলেও বেতন ছাড়ায় পৌর কর্মচারী পলাশ বিপুল টাকার মালিক হয়ে যান। গড়ে তোলেন জ্বালানী খড়ি, ইটভাটা সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ রয়েছে এসবই ছিলো পৌরসভার টাকা। সময়মত ট্যাক্স সহ অন্যান্য টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে নিজে ব্যবহার করতেন। ফলে কর্মচারীদের বছরের পর বছর বেতন হতো না। সেই সাথে তার জন্য শাপে বর হয় দীর্ঘদিন ধরে পৌর সভার

সচিব ও প্রকৌশলীর মত গুরুত্বপূর্ন পদ দুটি বছরের পর বছর খালি থাকা। ফলে তিনি একই সাথে সচিবের দায়িত্ব পালন করায় দেখার কেউ ছিলনা। তার বিরুদ্ধে শুধু পৌরসভার বিভিন্ন ট্যাক্সের টাকায় নয় পৌর কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকাও পকটস্থ করার অভিযোগ রয়েছে। এমন কি মারা যাওয়া কর্মচারীদের জন্য দোয়া সাহায্যর টাকাও হতভাগাদের না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সময় এই সব অভিযোগ নিয়ে দর্শনার মেয়র সহ দায়িত্বশীল লোকজনদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসে। ওই বৈঠকে পলাশকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং সকল দায়িত্ব অন্যদেরকে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়। একই সাথে আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত প্রদান ও বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে একেরপর এক তদবিরের মুখে গত মঙ্গলবার পৌরসভা থেকে তার পদ অবনমন ও সকল সুযোগ সুবিধা বাতিল করে ক্যাশিয়ার পদে ১৪ তম গ্রেডে পদায়ন করে চিঠি ইস্যু করা হয়। এরপ্রেক্ষিতে গত ১৭ নভেম্বর বুধবার আবারো সৈয়দ রুমি আলম ওরফে পলাশ পৌরসভায় যোগদান করেছেন। তবে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের কি সুরাহা হয়েছে তা জানা যায়নি।
এই দূর্ণিতীর পরেও দর্শনা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদান করায় তাকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে।

আলমডাঙ্গায় ইউপি সদস্যের বাড়ির সামনে থেকে ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মুনতাজ আলীর বাড়ির সামনে থেকে ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৬ নভেম্বর) ভোরে দিকে ওসমানপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা উদ্ধার করে বস্তুটি। মুনতাজ আলী হারদি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য।

ইউপি সদস্য মুনতাজ আলী বলেন, বাড়িতে মেহমান আসায় মঙ্গলবার ভোরে বাড়ি থেকে বের হবার সময় গেটের সামনে একটি ককটেল সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পাই আমি। পরে স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পে জানানো হয়। খবর পেয়ে

ওসমানপুর ক্যাম্প পুলিশ এসে ককটেল সাদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, সোমবার বিকেলে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল রাখাকে কেন্দ্র করে কেউ আতংক ছাড়ানোর জন্য করতে পারে। যেহেতু আমার ইউনিয়নে নির্বাচন চলছে। এবার আমি ভোটে দাড়ায়নি। নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থক হিসেবে কাজ করছি। তবে এটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন ঘটনা বলে আমি মনে করিনা। কেউ হয়তো দুষ্টুমি করে (৩য় পক্ষ) রেখে যেতে পারে।

ওসমানপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসএই) হাসনাইন সোহান বলেন, মঙ্গলবার ভোরে খবর পেয়ে হারদি ইউনিয়নের (ইউপি) সদস্য মুনতাজ আলীর বাড়ির সামনে থেকে একটি ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করে ক্যাম্পে নেয়ার প্রক্রিয়াধীন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আলমডাঙ্গা উপজেলায় হারদিসহ ১৩ টি ইউনিয়নে আগামী ২৮ নভেম্বর ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে।

আলমডাঙ্গার ৭ টি মোটরসাইকেল ভাংচুর ও আগুন

আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ও ডাউকি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। গত রোববার রাত ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত পৃথকভাবে এ ঘটনা ঘটে। এতে এক অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ মোট ৫ জন আহত হয়েছে। এসময় কুমারী ইউনিয়নে ১ টি পুড়িয়ে দেয়াসহ ৭ টি মোটরসাইকেল ভাংচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এঘটনায় পুলিশ কুমারী ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের সেলিম (২৫) ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর হিরণ নামের দুই কর্মীকে আটক করে থানা নিয়েছে। ঘটনার পর থেকে দুই ইউনিয়নে চরম আতংক বিরাজ করছে।

কুমারী ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী মোজাম্মেল হক

বলেন, রোববার রাতে আমি পথসভা শেষ করে আমার নির্বাচনী অফিসে আসি। এসময় নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী আবু সাইদ পিন্টুর কর্মীরা হঠাৎ আমার নির্বাচনী অফিস ভাংচুর চালাই। এসময় আমার কর্মীর একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আরও ৫ টি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে তারা। এসময় আয়ুব আলী (৩০) নামে আমার এক কর্মীকে ব্যাপক মারধর করে। তাকে স্থানীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থীর কর্মীরা তাদের নিজেদের অফিস ভাংচুর করে আমাদের নামে এখন দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।
কুমারী ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান (বর্তমান) প্রার্থী আবু সাইদ পিন্টু বলেন, স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর কোন অফিস ভাংচুর করেনি আমার কর্মীরা। উলটো তারাই আমার একটি অফিস ও দুটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করেছে। এসময় রিপন ও লাভলু নামে দুজন কর্মীকে মারধর করে তারা। তাদেরকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।
অপর দিকে, ডাউকি ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হোসাইন বলেন, ইউনিয়নে ২ নং ওয়ার্ডের পোয়ামারি গ্রামে আমার একটি অফিস ভাংচুর করেছে নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান (বর্তমান) প্রার্থী তরিকুল ইসলামের কর্মীরা। এসময় আমার কর্মী আলী হোসেনকে (৪০) মারধর ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মিনি খাতুনের পেটে লাথি মেরে আহত করে। স্থানীভাবে তাদের দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। ডাউকি ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান (বর্তমান) তরিকুল ইসলাম বলেন, ওটা বিএনপি নাকি জামাতের অফিস কেউ কিছুই জানেনা। কোন পোস্টার ও ছিলনা ওই অফিসে। ছোট একটি টং এর অফিস তাই ধাক্কাধাক্কির সময় হইতো ভেঙ্গে গেছে। আমার কর্মীরা কাউকে মারধর তো দূরের কথা উলটো আমার এক কর্মীকে তারা গালিগালাজ করেছে। আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, কুমারী ইউনিয়নে নৌকার চেয়ারম্যান প্রার্থী দুজনের আহতের কথা জেনেছি। স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর একটি মোটরসাইকেল কে বা কারা পুড়িয়ে দিয়েছে। এঘটনায় পুলিশ উভয়পক্ষের দুজনকে আটক করেছে। তিনি আরও বলেন, ডাউকি ইউনিয়নে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর অফিস ভাংচুরের খবর জেনেছি। তবে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

চুয়াডাঙ্গায় ছেলের হাতে মা খুন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পিরোজখালি গ্রামে মাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে মুকুল নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে।

শনিবার বিকেল ৫টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। ওই ঘটনায় তাকে আটক করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। নিহত জবেদা খাতুন পিরোজখালী গ্রামের আসান আলীর স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে সংসারের কাজ শেষে ঘরের বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছিলেন জবেদা খাতুন। এসময় তরকারি চাওয়া নিয়ে ছেলে মুকুলকে বকা দেন জবেদা খাতুন। ছেলেকে একটি থাপ্পড়ও দেন তিনি। একপর্যায়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে পাশে থাকা ধারালো দা দিয়ে তার মাকে কোপাতে থাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মুকুল। ঘটনাস্থলেই নিহত হন জবেদা খাতুন।

নিহত জবেদা খাতুনের বড় ভাই আলা উদ্দিন জানান, মুকুল বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে মাদকাসক্ত ছিল। পরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে। তার দুইবার বিয়ে হয়েছিল। মাদকাসক্তের কারণে তার সংসার বেশিদিন স্থায়ী ছিলো না। তিনি আরও জানান, বেশ কিছুদিন আগে মাঠের জমি ও বাড়ি তার নামে লিখে দিতে বলে মুকুল। এ নিয়ে তার বাবা মায়ের সাথে তার প্রায়ই বিরোধ হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মহসীন বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আটক মুকুলের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউপি

নির্বাচনে অনিশ্চয়তায় নৌকা

আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়ন (ইউপি) নির্বাচনকে ঘিরে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। দীর্ঘ ১০ বছর পৃথক বিএনপি প্রার্থী চেয়ারম্যান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা করলেও এ ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব নিয়ে চলছে সমালোচনা। আর মাত্র ১৪ দিন পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন।

এবারের নির্বাচনে কি আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয় আনতে পারবে? এমনই সমালোচনা চলছে বাড়াদি ইউনিয়ন জুড়ে। তবে বিএনপি সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহন না করলেও তাদের সমর্থনকারী নেতাকর্মীরা নৌকাকে হারাতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে।

ইউনিয়ন সূত্রে জানাগেছে, আসন্ন বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে শুরু হয়েছে নির্বাচনির আমেজ। গত শুক্রবার প্রতিক বরাদ্দের মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়েছে। এবারের নির্বাচনে বিএনপির পক্ষ থেকে সরাসরি প্রার্থীরা অংশ গ্রহন না করায় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে নৌকা পেয়েছে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাবুল হক সম্রাট।

গত ২০১১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নৌকার প্রতিক পায় মরহুম আবু সামা জোয়াদ্দার। সে সময়ের বিএনপির প্রার্থী সাবেক চেয়ারম্যান তবারক হোসেন ভোট যুদ্ধে নির্বাচিত হয়। এছাড়াও গত ২০১৬ সালের ইউনিয়ন নির্বাচনের ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থী মরহুম আব্দুর রাজ্জাক নৌকা প্রতিক পায়। আলমডাঙ্গার ১৩ টি ইউনিয়নের মধ্যে জেহালা ও বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের বিএনপির প্রার্থী মাসুদ পারভেজ বিজয় লাভ করে। তৎকালীন সময়ে ১১ টি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নৌকা বিজয় লাভ করলেও এ দুটি ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে সমালোচনা শুরু হয়।

তবে, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দ্বীপাক্ষিক অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে পর্যায় ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকে হার মানতে হয় আওয়ামী লীগকে। এবারের নির্বাচনেও আওয়ামীলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণের নেতা শুণ্য কোটায় থাকলেও দলের ক্ষেত্রে ও নৌকাকে বিজয় লাভ করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে অনুরোধ জানায় চেয়ারম্যান প্রার্থী আসাবুল হক সম্রাট।
২০২১ সালের তৃতীয় ধাপের ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২৮ শে

নভেম্বর। এবারের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে বিএনপির সাবেক দুই চেয়ারম্যান তবারক হোসেন ও মাসুদ পারভেজ। এছাড়া নবাগত বিএনপি নেতা উজ্জল হোসেন। এবারও নৌকাকে হারাতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী সতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনের মাঠে আছে সেতু।

ইউনিয়ন ঘুরে দেখা যায়, বিএনপির সাবেক দুই চেয়ারম্যানকে পিছু ফেলে পোলতাডাঙ্গা গ্রামের ছেলে বিএনপি নেতা উজ্জল এগিয়ে আছে। আওয়ামী লীগের দলের মধ্যে সতন্ত্র হওয়ায় আবারো হার মানতে হতে পারে নৌকার প্রার্থীকে। নির্বাচনের আর মাত্র ১৪ দিন বাকি থাকলেও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মাঠ পর্যায়ে নৌকার পক্ষে কথা বলতে দেখা যায়নি। কিন্তু বিএনপির সতন্ত্র প্রার্থীরা প্রকাশ্যে নির্বাচনের মাঠে ভোট চাইতে দেখা না গেলেও রাতের আধারে চলছে গণসংযোগ।

নাম না প্রকাশ শর্তে বিএনপির সতন্ত্র প্রার্থী জানান, বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করায় তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে একাধীক মামলা হয়েছে। গত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির পক্ষ থেকে ইউপি নির্বাচন বর্জন করা হয়েছে। ইউনিয়নের জনগণের সমর্থকদের কারণে আবারো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করা হয়েছে।
আরেক বিএনপি প্রার্থী জানান, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জয় তাদের নিশ্চিত। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিএনপির জন্য সুখবর বয়ে আনবে বলে আশা তাদের।

এদিকে আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রার্থী আসাবুল হক সম্রাট জানান, দীর্ঘদিন বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এ দলটি কোন ঠাসা। ইতো মধ্যে নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়েছে। নির্বাচনে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে সেভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করা হচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, ইতো মধ্যে পরপর দুইবার বাড়াদি ইউনিয়ন বিএনপির প্রার্থী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে কিংবা ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ কোন ভাবে মাথা চাড়া দেয়নি নির্বাচনকে ঘিরে। তবে আশাবাদী এবারের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নৌকা বিজয় লাভ করবে।

কুমারি ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থী তপনের মোটরসাইকেল শো-ডাউন ও গণসংযোগ

আলমডাঙ্গার কুমারি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রতিক বরাদ্দের প্রথম দিনেই চেয়ারম্যান প্রার্থী সেলিম রেজা তপনের নির্বাচনি মোটরসাইকেল শো-ডাউন ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে কুমারি ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রাম থেকে মোটরসাইকেল শো-ডাউন বের হয়ে দুর্লভপুর, দুর্গাপুর, কামালপুর, হাড়গাড়ি, কুমারি গ্রাম হয়ে আবারো যাদবপুর মোড়ে গণসংযোগের যুক্ত হয়। এসময় সেলিম রেজা তপন নারী ও পুরুষের নিকট ভোট প্রার্থনা করে। তিনি সকলের নিকট তার চেয়ারম্যান প্রার্থী তপনের ঘোড়া মার্কায় ভোট দিতে অনুরোধ জানায়।

মোটরসাইকেল শো-ডাউন ও গণসংযোগ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান প্রার্থী সেলিম রেজা তপন বলেন, প্রতিক বরাদ্দের প্রথম দিনে শত শত গাড়ি নিয়ে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও মহল্লা প্রদক্ষিণ করে। আগামি ২৮ শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত কুমারি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ঘোড়া মার্কা নিয়ে ভোটের মাঠে অংশ নিছে। সকলে তাকে ঘোড়া মার্কা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে অনুরোধ করে।

তিনি আরো বলেন, বিগত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ ইউনিয়নের উন্নয়নের নামে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে। এ ইউনিয়ন শান্তির ইউনিয়ন। কিছু মানুষ রাজনীতির নামের দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, নুর ইসলাম, আলী হোসেন, মহির উদ্দিন, মকবুল হোসেন, বখতিয়ার হোসেন, সবদুর রহমান শুকুর, মজিবুল ইসলাম, শাওন আলি, জহির উদ্দিন, আনিছ উদ্দিন, মহিবুল ইসলাম, আব্দুল গাফ্ফার, মারফত, খোকন প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় দুই বান্ধবীকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় দুই বান্ধবীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দুই বান্ধবী আলমডাঙ্গা উপজেলার একটি মাদরাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। গতকাল মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত ধর্ষণকারী দুই বন্ধু আশিক ও নিশানের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় এজাহার দাখিল করেছে ধর্ষণের শিকার দুই বান্ধবী। এঘটনায় কাউকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।
পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ওসমানপুর গ্রামের ইয়াকিন আলীর ছেলে আশিক (১৭) ও তার বন্ধু একই গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে নিশান (১৭) দুই বান্ধবীর সাথে পরিচয় হয় মাস চারেক আগে। সেই থেকে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত রোববার (৭ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে নিশান মোবাইলে ডাক দেয় দুই বান্ধবীকে। তারা বাড়ির বাইরে বের হলে নিশান মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায় উপজেলার হারদী মাঠের নির্জন বাশ বাগানে।
সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিলো নিশানের বন্ধু আশিক। তারা দুই বন্ধু বিয়ের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে তাদের নিজ নিজ প্রেমিকাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে।
পরে গভীর রাতে নিশান ধর্ষণের শিকার দুই বান্ধবীকে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে। মঙ্গলবার সকালে দুই বান্ধবী আলমডাঙ্গা থানায় তাদের নিজ নিজ প্রেমিকের নামে ধর্ষণ মামলা দায়ের করে। পরে পুলিশ ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায় তাদের। এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) ডা. এএসএম ফাতেহ আকরাম বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে দুই ভিকটিমের ধর্ষণের আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বুধবার বয়স নির্ধারণের জন্য পরিক্ষা- নিরিক্ষার করা হবে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, দুই বন্ধু তাদের দুই প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। তারা চারজনই অপ্রাপ্ত বয়স্ক। মঙ্গলবার সকালে ধর্ষণের শিকার দুই বান্ধবীর আলমডাঙ্গা থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করেছে। ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আসামীদের

গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দর্শনার ছটাংগা মাঠের বালি খোলায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

দর্শনার ছটাংগা মাঠের বালি খোলায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চালিয়েছে। এসময়আদালতের উপস্থিতি টেরপেয়ে পালিয়ে গেলেন বালি খাদকেরা।

শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের ছটাংগা মাঠের অবৈধ্যভাবে বালি উত্তোলন করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ নের্তৃত্বে একটি ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনায় ঘটনাস্থলে যান।

ভ্রাম্যমান আদালত সুত্রে জানাগেছে, শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আসা অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলার দর্শনা পৌরসভার অধীনে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের ছটাংগা মাঠে অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় সেখানে পৌছানো মাত্র ভ্রাম্যমান আদালতের উপস্থিতি টের পেয়ে সকল শ্রমিক পালিয়ে যায়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় ছটেংগার মাঠে মাটি কাটা ও বালি উত্তোলনকারী ব্যক্তিরা দর্শনা পৌরসভাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কেসমত আলীর ছেলে হাসান, আবুল হোসেনের ছেলে আব্দুল ওহাব, সিরাজুল ইসলামের ছেলে শরিফুল ইসলাম, জাইদুল ও ফুলবাড়ি গ্রামের শাহিন এবং ছাব্দার।

তিনি আরো জানান, অবৈধ্যভাবে মাটি ও বালি উত্তোলন বন্ধে দর্শনার ছটাংগা মাঠে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।